



Gillette-এর সবচেয়ে ভিড়ের জায়গা

(যারা এখনও অপেক্ষায় আছে, তাদের চোখে দেখা)

“ক্লিনিক রোগীদের সারিয়ে তোলে। যত্নশীল সমাজ মানুষের পাশে দাঁড়ায়।”

I. সবচেয়ে ভিড়ের জায়গা

একটা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে ভিড়ের জায়গা কোনটা?

হলঘর নয়।

চেম্বারগুলো নয়।

অপেক্ষার ঘর নয়।

করিডোরগুলোও নয়।

সবচেয়ে ভিড়ের জায়গা সেটাই, যা কোনো নকশায় দেখা যায় না।

সেটা ভবিষ্যৎ।

যে-ই ভেতরে ঢোকে, সঙ্গে একটা প্রশ্ন নিয়ে ঢোকে।

রোগীরা।

পরিবারগুলো।

ডাক্তাররা।

নার্সরা।

পরিচালকেরা।

এমনকি যে মেঝে মোছে, সে-ও।

শেষটা কেমন হবে কেউ সত্যিই জানে না — কিংবা হয়তো ভয়ে জানার ভান করে।

তবু সবাই পরের দিনের জন্য পরিকল্পনা করেই চলে।

আর কোথাও আমি এত মানুষকে একসঙ্গে একই বর্তমানে বাঁচতে, আর জেদ ধরে একই ভবিষ্যতে বাস করতে দেখিনি।

এই কারণেই আমার বিশ্বাস, কবরস্থানই আমার জানা সবচেয়ে ভিড়ের জায়গা।

II. উপসংহার

অনেকে ভাবে, জীবনের উল্টো হল মৃত্যু।

আমি অতটা নিশ্চিত নই।

পুনর্বাসনকেন্দ্রে, হাসপাতালে, বৃদ্ধাশ্রমে আর কবরস্থানে সময় কাটানোর পর আমি অন্য এক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

জীবনের উল্টো মৃত্যু নয়।

বিস্মৃতি।

আর সম্ভবত এই কারণেই কবরস্থান আমার চেনা সবচেয়ে ভিড়ের জায়গাগুলোর একটি।

মানুষের ভিড় নয়।

স্মৃতির।

সারা জীবন আমরা কবরস্থানকে ভয় পাই।

ছোটবেলায় আমাদের শেখানো হয়, ওটা শেষের জায়গা।

বড় হয়ে আমরা ওটা এড়িয়ে চলতে শিখি।

ওখানে যাই কর্তব্যের খাতিরে, মৃত্যুবার্ষিকীতে, শ্রদ্ধা জানাতে।

চুকি নিঃশব্দে, আর যত তাড়াতাড়ি পারি বেরিয়ে আসি।

অথচ ভালো করে তাকিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম, কবরস্থান মৃতদের জায়গা নয়। মৃতরা ওখানে নেই।

তারা আছে সেই বাড়িগুলোতে, যেখানে তারা বাস করত।

যে কথাগুলো রেখে গেছে, তার মধ্যে।

যে ভঙ্গিগুলো আমরা তাদের কাছে শিখেছি, তার মধ্যে।

যে দোষগুলো আমরা উত্তরাধিকারে পেয়েছি, তার মধ্যে।

যে অনুপস্থিতিগুলো আজও আমাদের সঙ্গে কথা বলে চলে, তার মধ্যে।

কবরস্থান জীবিতদের জায়গা।

যারা ফিরে আসে, তাদের।

যারা মনে রাখে, তাদের।

যে আর উত্তর দিতে পারে না, এমন কাউকে যাদের এখনও কিছু বলার আছে, তাদের। আর এ কথা তোমাকে বলছে এমন একজন, যে ওখানে গিয়েছিল, কিন্তু জায়গা পায়নি।

III. লেখকের পাতা

এই লেখা কারও ফরমায়েশে লেখা হয়নি।

এটি বিক্রি করা হয়নি।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এটি তৈরি হয়নি।

এটি লেখা হয়েছে পুনর্বাসনের, মানুষের মর্যাদার আর মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মূল্যের সাক্ষ্য দিতে।

একমাত্র যে পারিশ্রমিক চাওয়া হয়েছে, তা প্রতীকী এক ডলার — কাজের দাম হিসেবে নয়, বরং যত্ন, আশা আর দায়িত্বের সংস্কৃতির প্রতি যৌথ অঙ্গীকারের নিদর্শন হিসেবে।

ফের্দিনান্দো